যুগান্তর

তারিখ 25 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জেনে নিন

বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র

বিজ্ঞানের বিস্ময় বাংলার সাধারণ মানুষদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশে যে কটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তাদের মধ্যে একটি বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র। সংক্ষেপে এর নামকরণ করা হয়েছে সেন্টার ফর ম্যাস এডুকেশন ইন সায়েন্স বা সিএমইএস নামে। ১৯৭৮ সালে বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম এ প্রতিষ্ঠানটির সূচনা করেন। প্রথমদিকে বিজ্ঞানের ভাষাকে সহজভাবে সবার দ্বারে পৌঁছে দিতে সিএমইএস প্রকাশ করে 'বিজ্ঞান সাময়িকী' নামের একটি মাসিক পত্রিকা। তারপর বিজ্ঞানের কল্যাণকে সবার হাতে হাতে পৌঁছে দিতে সিএমইএস উদ্ভাবন করে একাধিক প্রযুক্তি। বর্তমান সিএমইএস বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নের পাশাপাশি কাজ করছে কর্মমুখী ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রকাশনার ওপর। সিএমইএস-এর নানা কর্মমুখী উদ্যোগ নিয়েই সাজানো হয়েছে আজকের প্রতিবেদন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সিএমইএস : সুবিধা-বঞ্চিত এবং বেকার যুবদের কর্মোপযোগী নানা বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড চালু রয়েছে সিএমইএস। যেহেতু সিএমইএস বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মকাণ্ডকে প্রাধান্য দেয়, সেহেতু সব প্রশিক্ষণ বিষয়েও রয়েছে বিজ্ঞানের স্পর্শ। এতে সাধারণ মানুষের মাঝে যেমন চলছে বিজ্ঞান চর্চা, তেমনি তারা পরিণত হচ্ছে স্বাবলম্বী জাতিতে। সিএমইএসএ'র বিজ্ঞানভিত্তিক এবং কর্মমুখী বিষয়সমূহকে কার্যকর করতে তৈরি করা হয়েছে 'মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা'। তাছাড়া ছেলে-মেয়েদের সমঅধিকার নিশ্চিত করতে মৌলিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি গড়ে তোলা হয়েছে 'কিশোরী কর্মসূচি'। উভয় শিক্ষালয়ে সিএমইএস আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে মাশরুম চাষ, কেঁচো কম্পোস্ট তৈরি, চক তৈরি, টাইপ রাইটিং কম্পিউটার, সাবান তৈরি, ফার্নিচারের কাজ, কলম তৈরি, মোম তৈরি, ব্লক বাটিক, কার্পেন্ট্রি, ইলেকট্রিক্যাল, ম্যাকানিক্যাল, মৃৎশিল্প, নার্সারি, জামাকাপড় তৈরি, চামড়ার কাজ ইত্যাদির ওপর। উপরোক্ত নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক বেকার হয়েছে স্বাবলম্বী। অন্যদিকে সিএমইএস-এর ছাত্রছাত্রীদের তৈরিকৃত নানা সামগ্রী বাজারেও পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে সিএমইএস বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডেও অংশ নিচ্ছে।

প্রকাশনায় সিএমইএস : বিজ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিষয়ক এবং বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সিএমইএস-এর দেড়শ'র বেশি প্রকাশনা রয়েছে। বিভিন্ন সিরিজ আকারে প্রকাশিত এসব প্রকাশনা জ্ঞানপিপাসুদের জ্ঞানাহরণে বেশ সহায়তা দিচ্ছে। সিএমইএস-এর পরিবেশ বিজ্ঞান সিরিজের উল্লেখযোগ্য বইগুলো হচ্ছে ও আমাদের দেশের মাটি, পানি যাকে জীবন বলে জানি, সবুজের সঙ্গে মিতালী, ধনধান্যে, আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ডাঙ্গার জলে হাওয়ায় চলে, ফুলের জন্যে ভালোবাসা। প্রযুক্তি সিরিজের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাসমূহ হচ্ছে- ব্যবসা হিসেবে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কেঁচো কম্পোস্ট, মাশরুম, টাইডাই বাটিক, মুরগি পালন, মোমবাতি ও সাবান তৈরি, রেশম চাষ ইত্যাদি। সিএমইএস-এর প্রকাশিত একাধিক পত্রিকার একটি মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী। এছাড়াও রয়েছে দ্বিমাসিক কিশোরী, মাসিক অঙ্কুর বিনাসসহ একাধিক প্রকাশনা।

উন্নয়নে সিএমইএস : সহজলভ্য দেশীয় প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে গবেষণার মাধ্যমে সিএমইএস তৈরি করেছে একাধিক প্রযুক্তি। যা গ্রাম-বাংলায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে সিএমইএস প্রতিষ্ঠা করেছে ১৫টি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র। এদের মধ্যে গাজীপুর, টাঙ্গাইল এবং দিনাজপুরে রয়েছে একাধিক কেন্দ্র। পাশাপাশি আরও গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, ঝালকাঠি এবং বরগুনায়। সিএমইএস-এর গবেষণার ফসল মাশরুম, যা সর্বপ্রথম ১৯৮৭ সালে সাভারে উৎপাদন করা হয়। এছাড়াও রয়েছে জৈবসার কেঁচো কম্পোস্ট। যেগুলো গোবর, কেঁচো, ঝরে যাওয়া পাতা ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সিএমইএস তৈরি করেছে স্বল্প খরচের সোলার সেল। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যালাস্ট, চার্জার কন্ট্রোলার, ইনভার্টার, উনচুলা, সোলার কুকার, বায়োগ্যাস প্লান্ট, সোলার ড্রাইয়ার ইত্যাদিও তৈরি করেছে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র সিএমইএস। সিএমইএস-এর একটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী কেন্দ্র রয়েছে গাজীপুরের সখিপুরে। 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার আনন্দ কেন্দ্র' নামক প্রদর্শনী কেন্দ্রটিতে সমন্বয় ঘটানো হয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টের। যে কোন মানুষ এই প্রদর্শনী কেন্দ্রটিতে এসে তাদের জ্ঞানের পরিধিকে বাড়াতে পারেন।

সিএমইএস-এর অবস্থান : বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র, বাড়ি-৮২৮, রোড-১৯ (পুরনো), ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

☐ রিজওয়ান রশিদ রিপন